গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) আধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৪৩.০৬.০০৩.২০-২১৭

তারিখ: ৫ পৌষ ১৪২৭ / ২০ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬.১১.২০২০ তারিখ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)। সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি/গৃহীত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি আগামী ২৪.১২.২০২০ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি ও সফটকপি আকারে (ই-মেইল-monitor@hsd.gov.bd) নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক

20/12/2020
(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৬২
monitor@hsd.gov.bd

বিতরণঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, তোপখানা রোড, ঢাকা
৪। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৫। মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৬। যুগ্মসচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা
৮। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য উইং), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৯। চিফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা
১০। সিভিল সার্জন, বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক, ঢাকা
১১। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

বিষয়: অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংগে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর নভেম্বর/২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: মো. আব্দুল মান্নান সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্থান	: মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ-৩৩২, ভবন-৩)
তারিখ ও সময়	: ২৬.১১.২০২০ খ্রিঃ, সকাল: ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট-'ক'** তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভার শুরুতেই সভাপতি কোভিডের সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে,বর্তমানে কোভিডজনিত দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৩০ এর উপরে চলে গেছে। এটা ৩০ এর নিচে থাকলে ভাল হত। তবে, তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, মানুষ কিছুটা কোভিডের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। মানুষ শিখেছে কোভিডের সঙ্গে কিভাবে মোকাবেলা করতে হয়। সে জন্য তারা বাঁচার চেষ্টা করছে। এটি মানুষের জন্মগত স্বভাব। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সাধ্যমত সেবা দিচ্ছে। বর্তমানে হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ১৪৮টি দেশে ঔষধ রপ্তানী করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করছে। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেকে একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। তবে কোভিড আক্রান্ত হয়ে বিদায় না নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে ! সবাই**কে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে।** অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২. সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৯.১০.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩. গত ২৯.১০.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**নিষ্পন্ন-অনিষ্পন্ন বিষয়:** নিষ্পন্ন-অনিষ্পন্ন ছকে সঠিক তথ্য প্রেরণের জন্য সভাপতি সকল অধিদপ্তর/দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, নথি নিষ্পত্তি, পত্র জারী এবং দপ্তরের সকল কার্যক্রমে প্রমীত বাংলা ভাষা ব্যবহারে যাতে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে সেদিকে সকলকে নজর দিতে হবে। তিনি প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিষ্পন্ন অনিষ্পন্নসহ সমন্বয় সভার সকল তথ্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন ।	ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নিষ্পন্ন-অনিষ্পন্ন ছকের তথ্য সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে। খ) দপ্তর প্রধানগণ নথি নিষ্পত্তি, পত্র জারী এবং দপ্তরের সকল কার্যক্রমে প্রমিত বাংলা ভাষার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। গ) প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিষ্পন্ন-অনিষ্পন্নসহ সমন্বয় সভার সকল তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা
৩.২	**পরিদর্শন:** সভাপতি কর্মকর্তাগণকে নিয়মিত হাসপাতাল পরিদর্শনের বিষয়ে তাগিদ দেন।তিনি বলেন যে, হাসপাতাল পরিদর্শনকালে তত্ত্বধায়ক ও পরিচালকদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	(ক) কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালগুলো পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।	যুগ্ম-সচিব (সকল), সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। তিনি তত্ত্বধায়ক/পরিচালকগণকে নিজের দপ্তর/বিভাগ এবং অধীনস্থ ইউনিট/অফিস নিয়মিত পরিদর্শন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(খ) অধিদপ্তর/দপ্তর প্রধান ও পরিচালকগণ নিজ নিজ দপ্তর/বিভাগ এবং অধীনস্থ ইউনিট/অফিস পরিদর্শন করবেন।	
৩.৩	**কোভিড-১৯:** করোনার বিশেষ সম্মানী খাতের ১০০ কোটির টাকার মধ্যে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে মর্মে যুগ্মসচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো জানান যে, করোনা চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ করোনায় মারা গেলে ব্যক্তি প্রতি ৫০ লক্ষ এবং আক্রান্ত হলে ৫-৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ বাবদ পাবেন। অর্থ মন্ত্রণালয় করোনার ভ্যাকসিন ক্রয় বাবদ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে ৭৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। প্রাপ্ত অর্থের পুন:বিভাজন করতে হবে। কোভিড সংক্রান্ত সম্মানী ও প্রণোদনা পূর্বে কোভিড হাসপাতালে দেওয়া হতো, এখন স্পেশাল হাসপাতালে দেওয়া হবে মর্মে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভাকে জানান। তিনি আরো জানান যে, করোনার ভ্যাকসিন ইপিআইয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। সভাপতি করোনায় আক্রান্ত অথবা মৃত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আবেদন পত্রের যৌক্তিকতা বিবেচনাপূর্বক তারিখ অনুযায়ী হালনাগাদ করে জরুরিভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যের সঠিকতা নিরুপনপূর্বক তা হালনাগাদ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি কেন্দ্রীয় ঔষধাগারকে করোনার ভ্যাকসিন ক্রয়ের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন যে, স্বাস্থ্য প্রশাসনকে মাস্ক ব্যবহারের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। তিনি বলেন যে, কোনো সেবা প্রত্যাশী মাস্ক না পরে কোনো অফিসে আসলে তাকে কোনো সেবা প্রদান করা যাবে না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্যাশবোর্ডে কোভিড-১৯ এর লাইভ ডাটা সংযুক্ত করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, ডেঙ্গু রোগের বিস্তার প্রতিরোধে জনসাধারণের মধ্যে ও হাসপাতালগুলোতে বিশেষ সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	ক) করোনায় আক্রান্ত অথবা মৃত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আবেদন পত্রের যৌক্তিকতা বিবেচনাপূর্বক তারিখ অনুযায়ী হালনাগাদ করে দ্রুত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। খ) 'নো মাস্ক নো সার্ভিস' নির্দেশনাটি সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নিজ নিজ দপ্তরে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবেন। গ) কেন্দ্রীয় ঔষধাগার ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যের সঠিকতা নিরুপনপূর্বক হালনাগাদ করবে এবং করোনার ভ্যাকসিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে। ঘ) কোভিড সংক্রান্ত লাইভ ডাটা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্যাশবোর্ডে সংযুক্ত করতে হবে। ঙ) কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের মধ্যে ডেঙ্গু রোগের বিস্তার যেন না ঘটে সে বিষয়ে জনসাধারণের এর মধ্যে এবং হাসপাতালগুলোতে বিশেষ সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মনিটরিং করবে।	মহাপরিচালক,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা, জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল অনুবিভাগ
৩.৪	এপিএ/ **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল/ উদ্ভাবন বাস্তবায়ন:** সভাপতি বলেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং স্বাস্থ্য সেবায় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দপ্তর/ সংস্থাসমূহকে	ক) চলতি অর্থবছরে সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির পারফরম্যান্স আরো ভালো করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থা

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। তিনি এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানকে নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, শুদ্ধাচার চর্চার মূল্যায়ন হলে সবাই এ উত্তম চর্চা করার বিষয়ে উৎসাহিত হবে।	খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং স্বাস্থ্য সেবায় উদ্ভাবনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। গ) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নিয়মিত শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করবে।	
৩.৫	**ই-ফাইলিং:** সভাপতি ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে নথি উপস্থাপন ও নিষ্পত্তি করতে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ই-ফাইলিং বিষয়ে রিফ্রেসার ট্রেনিং প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ নিতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক ই-ফাইলে নথি উপস্থাপন ও নিষ্পত্তি করতে হবে। খ) কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ই-ফাইলিং বিষয়ে রিফ্রেসার ট্রেনিং-এর আয়োজন করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা
৩.৬	**অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ :** অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট) জানান যে, সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থাসহ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বর্তমানে ৮,১৭৫টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে যাতে অর্থের পরিমান প্রায় ৪,৬৬৬ কোটি টাকা। শুধু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি রয়েছে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার। তিনি ক্রাস প্রোগ্রাম গ্রহণের মাধ্যমে অডিট আপত্তির দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি অডিট আপত্তির জবাব প্রদানের সময় প্রমাণক প্রদানের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। সভাপতি অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে গুরুত্বের সাথে কাজ করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা
৩.৭	**স্বাস্থ্য অধিদপ্তর:** অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য সহকারীদের বেতন গ্রেড বিষয়ক দাবী সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি স্বাস্থ্য সহকারীদের দাবীর বিষয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন আপগ্রেডের পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্বাস্থ্য সহকারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবীর বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতন আপাগ্রডের পদ্ধতি পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য করতে হবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ প্রশাসন-৪
৩.৮	**ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর :** মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর জানান যে,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে মডেল ফার্মেসী স্থাপনের কার্যক্রম চলমান । পরিদর্শনের সময় তিনি আয়ুর্বেদী ও ইউনানী ঔষধ কারখানার খারাপ অবস্থা অবলোকন করেন মর্মে জানান। সভাপতি বলেন যে, গ্রাম-গঞ্জের বাজারে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বেশির ভাগ ফার্মেসীর লাইসেন্স থাকে না। সেখান থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় করা হয়ে থাকে ।লাইসেন্সবিহীন	ক) লাইসেন্সবিহীন ফার্মেসী বন্ধ করে দিতে হবে। খ) প্রতিটি ফার্মেসীতে ফার্মাসিস্ট নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ০৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করবে। গ) প্রত্যেক জেলার সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অনুবিভাগ/যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ফার্মেসী বন্ধ করে দিতে হবে। প্রতিটি ফার্মেসীতে অবশ্যই ফার্মাসিস্ট থাকতে হবে।ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ফার্মাসিস্টদের জন্য ০৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে । তিনি পরিদর্শন ছক মোতাবেক প্রত্যেক জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ফার্মেসীগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করার নির্দেশনা প্রদান করেন । এ কাজে প্রত্যেক জেলার সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাসহ স্বাস্থ্যকর্মীগণ সহায়তা করবেন মর্মে তিনি জানান। তিনি জেলা পর্যায়ের কমিটিকে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে বলেন। তিনি ফার্মেসী পরিদর্শনের জন্য সেরা ঔষধ পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়কদের পুরস্কৃত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্যকর্মীগণের সহায়তায় পরিদর্শন ছক মোতাবেক জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ফার্মেসীগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে । ঘ) ফার্মেসী পরিদর্শনের জন্য সেরা ঔষধ পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়কদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।	
৩.৯	**স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:** প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান যে, অঞ্চলভিত্তিক ২৩টি সেন্ট্রাল অক্সিজেন স্থাপনের বিষয়ে জানানো হয়েছিল। তন্মধ্যে ৪টি পিডব্লিউডি বাস্তবায়ন করছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৯টি বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে ৬টি অঞ্চলের ৬টি জেলা হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩টি স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। কার্যক্রম চলমান আছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপনের কাজে ঠিকমত সমন্বয় হচ্ছে না মর্মে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে অভিযোগ করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে প্রধান প্রকৌশলী ,স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান যে, সেন্ট্রাল অক্সিজেন স্থাপনের সমন্বয়ের দায়িত্ব নিমিউ এন্ড টিসিকে প্রদান করা হয়েছিল । অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এ কাজে সমন্বয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে প্রদানের সুপারিশ করেন। সভাপতি বলেন, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপনের বিষয়টি সমন্বয় করবে এবং অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মনিটরিং করবে।	সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপনের বিষয়ে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে এবং অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মনিটরিং করবে।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৩.১০	**নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর:** মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর জানান যে, ৬০১১টি শূন্যপদে পুরণের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যোগাযোগ করা হচ্ছে। আওয়ামীলীগ সরকারের সময় ৩০ হাজার ৯৫২ জনকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে চাকুরীতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের তথ্যগত সঠিকতার দিকে অধিক নজর দিতে নির্দেশনা দেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক নার্সদের ড্রেসকোর্ড মানতে বাধ্য করার কথা বলেন। নার্সগণ ড্রেসকোড না মানলে তাদের বিরুদ্ধে বিধি বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা	ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক নার্সদের ড্রেসকোর্ড মানতে বাধ্য করতে হবে। নার্সগণ ড্রেসকোড না মানলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) নার্সদের বদলির ক্ষেত্রে সকল সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে। গ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/ প্রশাসন অনুবিভাগ

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রদান করেন। তিনি নার্সিং পেশাকে মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসাবে অভিহিত করেন। পরিদর্শনের সময় নিজে নার্সিং ড্রেস পরার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি মহাপরিচালককে ছদ্মবেশে বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শনের মাধ্যমে নার্সদের কার্যক্রম অবলোকন করার পরামর্শ দেন। তিনি নার্সদের নির্ধারিত দায়িত্ব কর্তব্য আবশ্যিকভাবে পালন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি নার্সদের বদলীর সময় তদবিরের বদলে যৌক্তিক বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে বলেন।	অধিদপ্তরে অতিরিক্ত মহাপরিচালকের শূন্য পদে দ্রুত পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৩.১১	**স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট:** মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট জানান যে, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের একটি রিসার্চে দেখা গেছে প্রত্যেকটি জেলায় অনেক ফার্মেসী যথেচ্ছভাবে এন্টিবায়োটিক, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় করছে। জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রবণতা কম পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি জরিমানার টাকায় মাস্ক ক্রয় করে জনগণের মধ্যে বিতরণের প্রস্তাব দেন।	ক) বিভিন্ন ফার্মেসী কর্তৃক যথেচ্ছভাবে এন্টিবায়োটিক, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/ সকল অনুবিভাগ ও সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা
৩.১২	**নিমিউ এন্ড টিসি:** নিমিউ এন্ড টিসি'র প্রতিনিধি জানান যে, মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট ২৮টির মধ্যে ১৯টি স্থাপন সমাপ্ত হয়েছে। বাকিগুলো ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করা হবে। সভাপতি বলেন, নিমিউ এন্ড টিসি-র যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে সিএমএসডি'র আদলে কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়ের পূর্বে মেশিন নষ্ট হওয়ার কারণ খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে। এছাড়া কমিটি যন্ত্রপাতির মূল্য, বাজার দর ইত্যাদি যাচাই করবে। কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিএমএসডি, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ। সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে বিষয়টি ফলোআপ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। নিমিউ এন্ড টিসি'র প্রধানের পদ যুগ্মসচিব সমমর্যাদায় উন্নীতকরণ এবং বায়োমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের নতুন পদ সৃজনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) নিমিউ এন্ড টিসি কর্তৃক মেডিকেল গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়টি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ফলোআপ করবে। খ) যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিমিউ এন্ড টিসি সিএমএসডি'র আদলে কমিটি গঠন করবে। গ) কমিটি যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়ের যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখবে। ঘ) নিমিউ এন্ড টিসি'র প্রধানের পদ যুগ্মসচিব সমমর্যাদায় উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ঘ) বায়োমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের নতুন পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ নিমিউ এন্ড টিসি
৩.১৩	**টেমো:** ওয়ার্কশপ ম্যানেজার জানান যে, প্রতিষ্ঠানে সর্বাধুনিক মডেলের ইলেকট্রনিক গাড়ি মেরামতের মত দক্ষ জনবলে অভাব রয়েছে। তিনি নতুন পদ সৃষ্টি ও শূন্যপদ দ্রুত পূরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে জানান। সভাপতি বলেন যে, টেমোর প্রধানের পদ উপসচিব সমমর্যাদায় উন্নীতকরণসহ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার সমমর্যাদার তিনটি পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তিনি আউটসোর্সিয়ের মাধ্যমে দ্রুত শুন্যপদ পুরণের নিমিত্ত টেমোসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান	ক) টেমোর প্রধানের পদ উপসচিব সমমর্যাদার এবং ওয়ার্কশপ ম্যানেজার সমমর্যাদার তিনটি পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। খ) সর্বাধুনিক মডেলের গাড়ি মেরামতের যোগ্যতাসম্পন্ন ইলেট্রনিকস্ মেকানিক এবং টেকনিক্যাল পদ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব প্রশাসন/ টেমো

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	করেন।	গ) আউটসোর্সিয়ের মাধ্যমে দ্রুত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।	
৩.১৪	**বিবিধ:** সভাপতি সমন্বয় সভায় বিনা ব্যর্থতায় সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা দেন। কোন প্রতিনিধি অংশ নিতে পারবেন না। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ সমন্বয় সভার তারিখ দেখে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় নির্ধারণ করবেন। কেবলমাত্র দপ্তর প্রধান অসুস্থ থাকলে প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন।	ক) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য সমন্বয় সভায় প্রতিনিধির পরিবর্তে অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ বিনা ব্যর্থতায় উপস্থিত থাকবেন। খ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ সমন্বয় সভার তারিখ দেখে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় নির্ধারণ করবেন।	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা

৪. সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়